Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

22 Mac 2024 / 11 Ramadan 1445H

রমযান মাসের অপরিমেয় সৌভাগ্যগুলি

الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَعْظَمَ عَلَى عِبَادِهِ الْمِنَّةَ، وَجَعَلَ الصَّوْمَ حِصْنًا لِأَوْلِيَائِهِ وَجُنَّةً، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسولُهُ مُصْطَفَاهُ وَمُجْتَبَاهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَائِدِ الخَلْقِ وَمُمَهِّدِ السُّنَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصحَابِهِ ذَوِي الأَبصَارِ الثَّاقِبَةِ وَالعُقُوْلِ الْمُرَجِّحَةِ. أَمَّا بَعدُ فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ .

শুক্রবারের জুম্মায় আগত উপস্থিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার প্রতি তাকওয়া বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহুতাআলার সকল আদেশ মেনে চলি এবং সকল নিষেধগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখি। এই রমযান মাসে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যেন আমাদেরকে পবিত্র রোজা পালনের মধ্যে দিয়ে আমাদের তাকওয়াকে সমৃদ্ধ করার তৌফিক দান করেন। আমীন!

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

পবিত্র কোরান শরীফে বর্ণিত আছে নবী মুসা (আঃ) পথ প্রদর্শিত বনী ইসরাইলী গোষ্ঠীর গল্প যেখানে তাদের একটি মারাত্মক ভ্রান্তির কথা বলা আছে যখন তারা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাকে ইবাদত করার

পরিবর্তে তারা গাভীর পূজা করল। ফলাফলস্বরূপ, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এমন শিরক কর্মে যারা নিয়োজিত ছিল তাদের জন্য মৃত্যু সহ কঠিন শাস্তির বিধান করলেন।

নবী মুসা (আঃ) ৭০ জন লোককে তাদের পাপের অনুশোচনা করার নিমিত্তে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কর্তৃক মনোনীত এক জায়গায় নিলেন। সেখানে যাবার পথে মহান আল্লাহ তা'আলার সাবধানতাকে মনে করিয়ে দিতে সেখানকার মাটি ভূমিকম্পের মত করে কেঁপে উঠল। এই ঘটনায় নবী মুসা (আঃ) এর মনে ভীতির সঞ্চার হলো এবং তিনি মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ক্ষমা ও করুণা প্রার্থনা করলেন। তাঁর এই সময়ে পাঠ করা একটি দোয়ার উল্লেখ আছে পবিত্র কোরানের সুরা আরাফের ১৫৬ নম্বর আয়াতেঃ

* وَٱكۡتُبۡ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِنَّا هُدۡنَآ إِلَيۡكَۚ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنۡ أَشَآءُۖ وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِنَا يُؤۡمِنُونَ ١٥٦

অর্থঃ এবং আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারণ কর, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি।' আল্লাহ বললেন, "আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা (দয়া) তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা সাবধান হয়, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে" |

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

বনী ইসরাইলীদের এমন ভ্রান্ত কর্মকান্ডের কারণে তাদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ক্রোধ এবং কঠিন সাবধানতা প্রদান সত্ত্বেও আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ছিলেন তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল| মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি যাঁদেরকে ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন। তবে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ক্রোধের চেয়ে তাঁর ক্ষমাশীলতা ও অনুকম্পা অনেক ব্যাপক ও বিশাল।

আপনারা এটা বিশ্বাস করবেন যে, পৃথিবীর সবকিছু পরিব্যপ্ত করে রাখে আল্লহ সুবহানাহু তা'আলার ক্ষমা ও ভালবাসা।

নবী করিম (সঃ) এর অনুসারী হিসাবে এটা আমাদের একপ্রকার আশাও বটে, বিশেষ করে এই রমযান মাসে এটা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। যদিও আমরা এরপরেও পর্বতসমান পাপ এবং অন্যায়কর্ম করে থাকি, তবুও প্রতিবছর রমযান মাস আসে মহান আল্লাহ তা'আলার অসীম করুণা ও ক্ষমা সঙ্গে নিয়ে। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর উম্মতদের তাই হতাশ হওয়ার কিছু নাই। যদি আমরা বিনয়ের সঙ্গে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি, তবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের সকল পাপ ও ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেবেন। রমযান মাসে এইগুলিই আমাদের প্রত্যাশা এবং আকাঙ্ক্ষা আমরা রমযান মাসে পাবো বলে মনে করি। নবী করিম(সঃ) বলেছেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا واحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থঃ রমযান মাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং প্রত্যাশার সঙ্গে যে বা যিনি রোযা রাখেন, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে। (ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস) ।

আসুন, আমরা সবাই মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট হই, আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সম্পর্কে ভাল চিন্তা করা অব্যাহত রাখি এবং সেই সাথে আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ক্ষমা অর্জনের জন্য তিনি আমাদেরকে যা করতে বলেছেন সেগুলি করতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করি । এই করুণা বা ক্ষমা বলতে আমরা কি বুঝি? আসুন, এই ব্যাপারে আমরা আরেকবার পবিত্র কোরানের সুরা আল আরাফ এর ১৫৬ নম্বর আয়াতের ওপর আলোকপাত করি যেখানে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা জোর দিয়ে বলেছেন যে তাঁর করুণা বা ক্ষমা পাবে তাঁরা যাঁরা (১) আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ, (২) যাঁরা যাকাত প্রদান করেন এবং (৩) এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা

আমাদের এই রোযা পালন ইনশা আল্লাহ আমাদের আন্তরে তাকওয়ার অবস্থান আরো মজবুত করবে, আর তাই মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় ও প্রাণবন্ত হবে। এই আয়াতটি

আরো ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখব যে, এই আয়াতে জাকাত প্রদানের মাধ্যমে আমাদের মুসলমান সমাজের সদস্যদের কল্যাণ ও উন্নতির কথা বলা হয়েছে। এটি বনী ইসয়ারাইলী এবং আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের তাকোয়া বৃদ্ধির মাধ্যমে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার সঙ্গে একটি সুন্দর সম্পর্ক রাখাই সবটুকু নয় যদি না আমরা আমাদের সমাজের অন্যদের দেখাশুনা না করি। যা কিনা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার ক্ষমা বা করুণা লাভের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত।
আর তাই পবিত্র কোরানে ২০ টিরও অধিক সুরা আছে যেখানে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা নামজপড়া ও যাকাত প্রদানকে সমান গুরুত্বের সঙ্গে উল্লাখ করেছেন।

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

রমযান মাসে যাকাত প্রদান করা একটি অত্যন্ত প্রশংশনীয় অভ্যাস। এর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার পক্ষ থেকে আমরা রহমতের আশা করে থাকি। সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, আসুন, এই মহৎ অভ্যাসটি পালন করা আমরা অব্যাহত রাখি। তবে, শুধু একটি বাধ্য বাধকতার মধ্য থেকে আমরা যেন জাকাত প্রদান না করি। আসুন, জাকাত প্রদানকে একটি ইবাদত হিসাবে নেই, এর সঙ্গে আমাদের নামাজ, তাকওয়া এবং রোযাকে একত্রে এনে আমাদের আত্মা পরিশোধিত করে এর সৌন্দর্যকে আসুন, আমরা উপভোগ করি যার মধ্যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার অপার করুণা ও ক্ষমা নিহিত থাকে। আমীন! ইয়া রাব্বুল আমা
আসুন, আমরা এই রমযানে আমাদের রোজা পালনের মধ্য দিয়ে , বিশেষ করে আমাদের মধ্যে যারা অভাবী তাদের প্রতি আরো যত্ন ও সহমর্মিতাকে ধারণ করে আমাদের অন্তরে তাকওয়াকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলি এবং এইভাবে রোজাকে অর্থবহ করে তুলি। । মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা আমাদের অন্তরকে যেন সকল কৃপণতা, ঔদ্ধত্য, আত্মকেন্দ্রিকতা ও অকৃতজ্ঞতার কলুষতা থেকে মুক্তি দিয়ে সেখানে অসংখ্য ও অপরিমেয় রহমত দিয়ে আমাদেরকে স্মৃদ্ধ করেন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ

الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

SECOND SERMON

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

Blessed Friday congregation,

The humanitarian crisis in Palestine has yet to show any signs of conclusion. Those who are oppressed continue to live in fear and uncertainty amidst the solemnity of Ramadan. At the same time, they also yearn for the sympathy of the global community. Therefore, the Rahmatan Lil Alamin Foundation (RLAF) has initiated a donation drive 'Ramadan Appeal for Gaza 2024' on Wednesday, 20th March. You can donate through the collection boxes in the mosques indicating the ‘Ramadan Collection for Gaza’. You can also contribute through online platforms such as PayNow, Interbank Transfer, and via cheque. Further information can be found on the website and social media of the Rahmatan Lil 'Alamin Foundation (RLAF).

Let us together extend our assistance to them and seize the opportunity of the blessed month of Ramadan to perform righteous deeds. Let us pray, while fasting during this Ramadan

day, for Allah s.w.t. to alleviate their suffering and aid His servants there. Amin ya Rabbal Alamin.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.